উপক্রমণিকা

লোকসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ লোককথা। লোককথা বস্তুত কাহিনিভিত্তিক রচনার আবির্ভাবের প্রাক্-ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর ইতিহাস। সাহিত্য সমাজেরই দর্পণ। যে-কোনো সমাজের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাহিত্যের বিষয়বস্তুর যেমন রূপান্তর ঘটে,তেমনি আঙ্গিকের উত্তরণও হয়ে পড়ে অবশ্যম্ভাবী। লোককথা আবির্ভাবের প্রশ্নটি তাই যুক্ত হয়ে রয়েছে মানব সমাজের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় অভ্যন্তরীণ বিকাশ প্রক্রিয়া এবং এর সঙ্গে বাহ্যিক উপাদান সমূহের নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের সঙ্গে।

সামাজিক পরিবর্তনের ঢেউ সাহিত্য কর্মে নতুন দিগন্তের সূচনা করে। সময় ও সমাজের দ্বন্দ্বে মথিত ব্যক্তিসত্ত্বা হয়ে ওঠে আত্মপরিচয় সন্ধানি। আর এই তাগিদই জন্ম দেয় বাংলা গদ্য সাহিত্যের এবং ক্রমশঃ এর উত্তরণ ঘটে সাহিত্যিক গদ্যে। মননের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ধীরে ধীরে জন্ম দেয় এক শক্তিশালী মাধ্যমের। চিন্তাচেতনা ও তার প্রকাশমাধ্যম ভাষার ক্রমোন্নতির সাথে সাথেই শুরু হয় উন্নত আঙ্গিকের সন্ধান। আর এর ফলস্বরূপ লোককথার কথা ও কাহিনির আদলের জায়গায় প্রতিস্থাপিত হয় গদ্য সাহিত্যের নব নব আঙ্গিক। সাহিত্যের উন্নত আঙ্গিকের প্রাক্ -পর্বে লোককথার আঙ্গিকের সন্ধানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য লোকসাহিত্যের ইতিহাসে বিচার বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। 'উত্তরবঙ্গের লোককথা'—গবেষণা সে প্রচেষ্টারই প্রয়াস মাত্র।

যে লোককথাগুলি সংকলিত হয়েছে তা সংগৃহীত হয়েছে জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলার বসবাসকারী মানুষের কাছ থেকে। অজানা থেকে গেছে ঠিক কবে, কখন, কিভাবে, কে বা কারা এইসব লোককথার সৃষ্টিকর্তা যাঁদের কাছে এই লোককথাগুলি সংগৃহীত হয়েছে তাঁরাও এসব কথা ও কাহিনি শুনেছেন তাঁদের বাবা-জ্যাঠা,দাদু-দিদিমাদের কাছে। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থিত লোককথাগুলি মূলতঃ উল্লেখিত জেলাগুলিতে বসবাসকারী রাজবংশী জনজীবনের গল্পগাথা। একান্তভাবেই রাজবংশীদের শুধু — এভাবে ব্যাখ্যা করলে কিঞ্চিৎ ভুল হবে। এই লোককথাগুলি সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সীমা পেরিয়ে আপন হয়ে উঠেছে এতদ্ অঞ্চলের

সকলের কাছেই। এঁদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে নিজেদের রাজবংশী বলে পরিচয় দিয়েছেন। রাজবংশীদের মধ্যে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে গর্বিত হতে চেয়েছেন। যেমন-দার্জিলিং জেলার কোন কোন অঞ্চলের ধীমলরা,থারুরা। উত্তরবঙ্গের অন্যত্রও এই প্রবণতা চোখে পড়ে । সেদিক থেকে লোককথাগুলিকে ''উত্তরবঙ্গের লোককথা'' বলা চলে।

লোককথাগুলি যাঁদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে ঃ

শ্রী কমলেশ সরকার (৪৮ বৎসর)	কদমতলা, নাটাবাড়ি, কুচবিহার
শ্রী সজনীকান্ত রায় (৬২ বৎসর)	গোসানীমারী, কুচবিহার
শ্রীমতি ঢকবালা বোষ্টমী (১১০ বৎসর)	রসিক বিল, কুচবিহার ।
শ্রী প্রাণগোপাল বর্মণ (৮১ বৎসর)	বনচুকামারী, জলপাইগুড়ি
শ্রী মদনমোহন রায় (৭২ বৎসর)	ভাটিবাড়ি , জলপাইগুড়ি ।
শ্রী সেবারাম দাস (৭৮ বৎসর)	রাধানগর, বারবিশা, জলপাইগুড়ি।
শ্রীমতি চিন্তামণি রায় (৬০ বৎসর)	সাউদ পাড়া, শামুকতলা, জলপাইগুড়ি।
শ্রী রমেশ চন্দ্র রায় (৫৪ বৎসর)	রানীর হাট, কুচবিহার।
শ্রীমতি প্রিয়বালা মোহন্ত (৬৪ বৎসর)	ক্ষীরের কোট, জলপাইগুড়ি।
শ্রী শরৎ চন্দ্র রায় (৭২ বৎসর)	বামন পাড়া, চার নং ঘুমটি, জলপাইগুড়ি।
শ্রী দীননাথ দাস (৬২ বৎসর)	কাওয়াখালী, দার্জিলিং।
মহঃ আজিজার মিঞা (৫৪ বৎসর)	চটের হাট, দার্জিলিং।
শ্রীমতি মতিবালা সিংহ (৬০ বৎসর)	বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।
শ্রী দেবু সিন্‌হা (৪২ বৎসর)	তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর।
শ্রীমতি কাতেশ্বরী রায় (৫৮ বৎসর)	ভগবানগোলা, মালদহ।
শ্রীসুখেন শিকদার (৪০ বৎসর)	হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ।
শ্রী রঞ্জিত সরকার (৩৫ বৎসর)	দাসপাড়া , চোপড়া ,উত্তর দিনাজপুর।
শ্রী সুনীল সরকার (২৮ বৎসর)	কানকী, উত্তর দিনাজপুর।

—এছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের কাছ থেকে লোককথাগুলি সংগৃহীত হয়েছে।